পৃথিবীর আকার ও ঘূর্ণন

পৃথিবীর আকার

কোরানের সমতল পৃথিবীর স্বপক্ষে সাধারণত নিম্নের আয়াতগুলি কোট করা হয়ে থাকে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, কোরানের সেই আয়াতগুলোতে 'Shape' বা 'Flat' দুটো শব্দের কোনটাই ব্যবহার করা হয় নি। সুতরাং আয়াতগুলোতে আসলে কী বলতে চাওয়া হয়েছে সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। বেডে যেমন মানুষ ঘুমোতে পারে তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠেও ঘুমোতে পারে। আর এ জন্যই হয়তো পৃথিবীকে বেডের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কিন্তু এখানে পৃথিবীর আকার-আকৃতি বুঝানো হয়নি। প্রচলিত বেডের আকার সমতল না হয়ে অন্য কিছু হলেও হয়তো সেই বেডের সাথেই তুলনা করা হতো। *তাছাড়াও ইউসুফ আলী সহ বেশীরভাগ অনুবাদক-ই কার্পেট, ক্র্যাডল (Cradle), এক্সপ্যান্স (Expanse), হ্যাবিটেবল (Habitable) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, বেড ব্যবহার করেন নাই।* আরো লক্ষ্যনীয় যে, যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য যেমন রাস্তার উপরিভাগে কার্পেটিং করা হয়, তেমনি পৃথিবীর উপরিভাগেও মানুষের বসবাস এবং গাছপালা ও ফসল ফলানোর জন্য কার্পেটিং করা হয়েছে (যেহেতু পৃথিবীর মধ্যভাগ বসবাস ও ফসল ফলানোর যোগ্য নয়), এখানেও পৃথিবীর আকার-আকৃতি বুঝানো হয়নি। কার্পেটিং করতে হলে রাস্তা-ঘাট সরল রেখার মতো সমতল হতে হবে এমন আজগুবি কথা কে বলেছে? পাহাড়ের উপর দিয়ে যে রাস্তা তৈরী করা হয় সেটি তো বক্রাকার বা অর্ধবৃত্তের মতো। সেই অর্ধবৃত্তাকার রাস্তায় কি কার্পেটিং করা হয় না? এবার সরাসরি আয়াতগুলোতে যাওয়া যাক :

> **15.19:** And the earth We have spread out (like a carpet); set thereon mountains firm and immovable; and produced therein all kinds of things in due balance.
>
> **50.7:** And the earth- We have spread it out, and set thereon mountains standing firm, and produced therein every kind of beautiful growth (in pairs).

কার্পেটের কথা ইতোমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি নিশ্চিৎ যে উপরোক্ত আয়াতগুলোতে 'Firm' ও 'Immovable' শব্দ দুটো দেখেই কেহ কেহ 'পৃথিবীকে' বুঝানো হয়েছে বলে ধরে নিয়ে 'অনড় পৃথিবীর' কনক্লুশন ড্র করেছেন! মজার বিষয় হচ্ছে এখানে 'Firm' ও 'Immovable' শব্দদ্বয় দ্বারা কিন্তু পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে, পৃথিবীকে নয়!

> **31.10:** He created the heavens without any pillars that ye can see; He set on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you.

মুহাম্মদের সময় হয়তো মানুষ বিশ্বাস করতো যে, আকাশ (Heaven) দূরে কোথাও বড় বড় পাহাড়ের সাহায্যে শূন্যে দাড়িয়ে আছে! আয়াতের প্রথম অংশের দ্বারা তাদের সেই বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর উপরিভাগ যদি মধ্যভাগের মতো তরল ও গলিত পদার্থ দ্বারা তৈরী হতো তাহলে পাহাড়গুলো হয়তো নড়াচড়া করতো। কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগ শক্ত (Firm/Solid) হওয়াতে পাহাড়গুলো নড়াচড়া করতে পারে না (একমাত্র ভূমিকম্প ছাড়া)। আয়াতের দ্বিতীয় অংশে এরকমই বুঝানো হয়েছে।

20.53: "He Who has, made for you the earth like a carpet spread out; has enabled you to go about therein by roads (and channels); and has sent down water from the sky." With it have We produced diverse pairs of plants each separate from the others.

43.10: (Yea, the same that) has made for you the earth (like a carpet) spread out, and has made for you roads (and channels) therein, in order that ye may find guidance (on the way).

51.48: And We have spread out the (spacious) earth: How excellently We do spread out!

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে কার্পেটিং-এর সুবিধার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীকে কার্পেটিং করা না হলে বসবাস ও ফসল ফলানোর যোগ্য হতো না। পৃথিবীর আকারকে বুঝানো হয় নি!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উপরের আয়াতগুলোতে পৃথিবীর আকার-আকৃতির কথা বলা হয় নি। প্রশ্ন উঠতে পারে মুহাম্মদ পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে জানতেন কি না? উত্তর 'হাঁ' অথবা 'না' যে কোনটি হতে পারে! তবে নীচের আয়াত দুটি যেহেতু স্ফেরিক্যাল পৃথিবীকেই নির্দেশ করে এবং এটি যেহেতু একটি ইস্ট্যাব্লিশড্ ফ্যাক্ট সেহেতু এ নিয়ে আর কোন বাকবিতন্ডা থাকতে পারে না। দেখুন :

31.29: Seest thou not that Allah *merges* Night into Day and he *merges* Day into Night.

[**Explanation:** Merging here means that the night slowly and gradually changes to day and vice versa. This phenomenon can only take place if the earth is spherical. If the earth was flat, there would have been a sudden change from night to day and from day to night.]

39.5: He makes the Night *overlap* the Day, and the Day *overlap* the Night.

[**Explanation:** The Arabic word used here is *Kawwara* meaning 'to overlap' or 'to coil'- the way a turban is wound around the head. The overlapping or coiling of the day and night can only take place if the earth is spherical.]

পৃথিবীর ঘূর্ণন

পৃথিবীর স্থিরতার স্বপক্ষে বাইবেলের যে সকল আয়াত কোট করা হয় সেই সকল আয়াত থেকে খুব জোর দিয়ে বলা যাবে না যে পৃথিবী সত্যি সত্যি ঘুড়ছে না। তবে Matthew 4:8 ও Luke 4:5 অনুযায়ী যেহেতু বাইবেলের পৃথিবীর আকার সমতল হিসেবে নিশ্চিৎ হয়েই গেছে, সেহেতু বাইবেলের পৃথিবীকে ঘুড়ানোর চেষ্টা করাটাই কিন্তু বোকামী! এবার কোরানের পৃথিবীর স্থিরতার স্বপক্ষে যে সকল আয়াত কোট করা হয় সেগুলোতে আসা যাক :

27.61: Or, Who has made the earth firm to live in; made rivers in its midst; set thereon mountains immovable.

এখানে 'Who has made the earth firm to live in' বলতে পৃথিবীর শক্ত (Firm) উপরিভাগকে বুঝানো হয়েছে, পৃথিবীর স্থিরতাকে বুঝানো হয় নি! 'Immovable' বলতে পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে, পৃথিবীকে নয়!

30.25: YUSUFALI: And among His Signs is this, that heaven and earth **stand by His Command**.

SHAKIR: And one of His signs is that the heaven and the earth **subsist by His command**.

উপরের আয়াতে 'Stand by His Command, subsist by His command' বলতে কিছু মানুষ পৃথিবীকে স্থির ধরে নিয়েছেন! কিন্তু এখানে 'Subsist by His command' বলতে পৃথিবীর অক্ষ থেকে ছিট্‌কে না পড়ার কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন একটি মেশিনের চাকা যখন একটি শ্যাফ্‌ট (Shaft)'কে কেন্দ্র করে ঘোড়ে তখন কিন্তু চাকাটাকে স্থির (Stand by) বলেই মনে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না চাকাটা তার শ্যাফ্‌ট থেকে ছিট্‌কে পড়ে।

35.41: It is Allah **Who sustains the heavens and the earth, lest they cease (to function)**: and if they should fail, there is none - not one - can sustain them thereafter: Verily He is Most Forbearing, Oft-Forgiving.

এই আয়াতে 'Who sustains the heavens and the earth, lest they cease (to function)' কথাটার দ্বারা কিন্তু উপরের সত্যটা-ই বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ এখানে পৃথিবী ও পৃথিবীর বাহিরের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রপার ফাংশনিং (Proper functioning)'কে বুঝানো হয়েছে, কোনভাবেই পৃথিবীর স্থিরতাকে বুঝানো হয় নি!

16.15: And He has set up on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you; and rivers and roads; that ye may guide yourselves;

এই আয়াতেও 'Standing firm' বলতে পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে, পৃথিবীকে নয়। পাহাড়ের নড়াচড়ার কথা উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কী মনে হয়, পাঠক? উপরের আয়াতগুলো থেকে কি 'অনড়' বা 'স্থির' পৃথিবীর কনক্লুশন ড্র করা যাবে? অথচ এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে যে, কোরান সহ সবগুলো ধর্মগ্রন্থের আলোকে পৃথিবী অনড় (ঘুড়ছে না!) ও পৃথিবীর আকার সমতল! সত্যিই ইন্টারেষ্টিং! *তারা কিছু কিছু 'টার্ম' যেমন 'Firm', 'Standing firm', 'Immovable', 'Stand by His Command' ইত্যাদি দেখেই সাদা চোখে ধরে নিয়েছেন যে পৃথিবী ঘুড়ছে না! অনুরূপভাবে সাদা চোখে 'বেড' ও 'কার্পেট' দেখেই ধরে নিয়েছেন যে পৃথিবীর আকার সমতল!* আবারো প্রশ্ন উঠতে পারে মুহাম্মদ পৃথিবীর ঘুর্ণন বিষয়ে জানতেন কি না? এক্ষেত্রেও সঠিক উত্তর জানা নেই! একটি ছাত্র পরীক্ষাতেই বসলো না অথচ তাকে 'ফেল' বা 'পাস' ধরে নেওয়া যাবে কি? তা কিন্তু মোটেও না। এক্ষেত্রে তাকে 'এ্যাবসেন্ট' হিসেবে ধরে নিতে হবে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ক্ষেত্রেও কোরানকে 'এ্যাবসেন্ট' হিসেবে ধরে নিয়ে ইস্ট্যাব্‌লিশড্ ফ্যাক্ট-কেই মেনে নিতে হবে।

ইভ্যলুশনের উপর কিছু আয়াত দেখুন :

4.1: O mankind! reverence your Guardian-Lord, who created you from a single being.

76.1: Has there not been over Man a long period of Time, when he was nothing - (not even) mentioned?

29.19: See they not how Allah originates creation, then repeats it: truly that is easy for Allah.

29.20: Say: "Travel through the earth and see how Allah did originate creation; so will Allah produce a later creation: for Allah has power over all things.

71.14: Seeing that it is He that has created you in diverse stages?

21.30: We made from water every living thing.

15.26: We created man from sounding clay, from mud moulded into shape.

মানুষের অরিজিনের উপর মোটামুটি একটা হিন্টস দেওয়া আছে। আবারো প্রশ্ন উঠতে পারে এ বিষয়ে মুহাম্মদের সঠিক ধারণা ছিলো কি না? এক্ষেত্রেও উত্তর 'হাঁ' অথবা 'না' যে কোনটি হতে পারে! তবে যা কিছু হিন্টস দেওয়া আছে তার উপর ভিত্তি করে ইস্ট্যাব্লিশড্ ফ্যাক্ট-কে মেনে নিতে সমস্যা থাকার কথা নয়। *বাইবেল কিন্তু ইস্ট্যাব্লিশড্ ফ্যাক্ট-এর সাথে তাল মিলাতে পারছে না! আর এ জন্যই চার্চের সাথে বিজ্ঞানীদের মারামারি-কাটাকাটি-ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে!*

আয়াতগুলো নিয়ে মানুষ নিজে চিন্তা-ভাবনা না করে কিছু প্রপাগান্ডিস্ট ওয়েবসাইটে ঢুঁ মেরে ধ্রুব সত্য ধরে নিয়ে সেগুলোর সাথে আবার মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের মতো করে প্রচার করছেন। বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কোরানের যত ভুল-ভ্রান্তি উল্লেখ করা আছে তার কম করে হলেও ৯০-৯৫% গার্বেজ! অর্থাৎ একজন ম্যাট্রিক পাশের ছাত্রকে দিলে নিদেনপক্ষে ১০% রাবিশ বলে রিজেক্ট করে দেবে; ইন্টার পাশের ছাত্রকে দিলে আরো ১০% গার্বেজ বলে উড়িয়ে দেবে; ব্যাচেলর পাশের ছাত্রকে দিলে আরো ১০% রিজেক্ট করে দেবে; মাস্টার্স পাশের একজনকে দিলে আরো ২০% রিজেক্ট করে দেবে; একজন ডক্টরেটধারীকে দিলে আরো ২০% হেসেই উড়িয়ে দেবে; মিডিয়াম লেভেলের একজন স্কলারকে দিলে আরো ২০% রিডিকিউলাস বলে উড়িয়ে দেবে। বাদবাকী ৫-১০% সত্যি সত্যি আপার লেভেলের স্কলারদের মধ্যে যুক্তি-তর্ক করার মতো।

রায়হান

29-Sept-2006

ahumanb@yahoo.com